Registered No 15

অমৃত বাজার প্রত্রিকা

৪র্থ ভাগ | ২০ মাঘ বৃহস্পতিবার সন১২৭৮ সাল ১ ল ১৮৭২ খৃঃঅ | ৪৫ স খ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা।

১৩ ই মাঘ বৃহস্পতিবার

লর্ড মেওর রাণাঘাটে গমন কালীন, ডিপুটি মাজিস্ট্রেটবাবু রাম শঙ্কর সেনের যত্ন ও উৎসাহে গবর্ণরজেনেরল তাঁহার উপর ভারি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এই নিমিত্ত লর্ড মেওর ধন্যবাদ সম্বলিত একখানি প্রশংসা পত্র তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাম শঙ্কর বাবু ভারি উপযুক্ত লোক, তাঁহার গুণের পরিচয় গবর্ণমেণ্ট যে পদে পদে প্রাপ্ত হইবেন তাহা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

বাবু গৌরদাস বসাক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোপদে মনোনীত হওয়াতে ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক উপহাস করিয়াছেন। গৌরদাস বাবু একজন বিখ্যাত কর্ম্মচারি ফল তিনি এরূপ বিখ্যাত না হইলেও তিনি এসিয়াটিক জর্ণ্যালে যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইবার উপযুক্ত পাত্র।

পাথুরিয়া ঘাটার সঙ্গীত প্রিয় দেশহিতৈষী গণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে পাবনায় আর একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবেক। বিদ্যালয়ে শেতারা, তবলা, বিহালা এবং গীত শিক্ষা দেওয়া হইবে। আপাততঃ জন কয়েক সঙ্গীত প্রিয় ব্যক্তি বিনা বেতনে শিক্ষকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন স্থির হইয়াছে। পাবনা হইতে বাবু হরিশ্চন্দ্র তালা পত্র যন্ত্রাদি ক্রয় এবং বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় উপদেশ শিক্ষা করিতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। অনেক স্থানের নিকট পাবনা আয়তনে, ধনে, এবং কৃতবিদ্যার সংখ্যায় অতি সামান্য কিন্তু সেখানকার যুবকেরা সকল বিষয়ে যে রূপ উদ্যোগ ও যত্ন দেখাইতেছেন তাহাতে পাবনা সত্বর একটী গণনীয় স্থান হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। আমরা জানি রাজসাহীর ও পাবনার ইংরাজ মণ্ডলীর পাবনার যুবকগণের উদ্যোগ ক্ষমতার প্রতি বিশেষ ভক্তি আছে, তাহারা সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইলে ইহাদের নিকট আরও ভক্তিভাজন হইবেন।

সুলভ সমাচার শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটীর উপর যে দোষার্পণ করেন, তাহার নিমিত্ত, আমরা শুনিলাম, সেখানকার ভাইস চেয়ার ম্যান প্রভৃতি সুলভের নামে লাইবেল আনিতেছেন।

আমরা দেখিলাম যে কলিকাতার জন সংখ্যা লওয়ার ভারি গোল হইয়া গিয়াছে। অনেক বাসন্দারা আদবে জন সংখ্যা লিখিবার ফারম্ পায় নাই এবং ২৫ শে তারিখে প্রায় অনেক স্থলে জনসংখ্যা লইবার নিমিত্তযে সমুদয় কর্ম্মচারি নিযুক্তছিল তাহাদিগকে দেখা যায় নাই। অনেকে দশ এগারটা রাত্রি পর্য্যন্ত পুলিষ ইনেস্পেক্টরগণকে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহাদের কোন পুলিশ আমলার সঙ্গে দেখা হয় নাই। আমরা একটি বিষয় ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিনা, গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের নিমিত্তে যে পাঁচ, সাত শত লোক নিযুক্ত করেন তাহারা এ রাত্রেকোথায় গেল। জন সংখ্যা লওয়ার যেরূপ তাচ্ছিল্যের কথা শুনিতেছি তাহাতে সে রাত্রে এক শত লোক একার্য্যের নিমিত্তে বাহির হইয়াছিল কি না তাহা সন্দেহ। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট এত দিনের পর এ দেশের উন্নতির একটী প্রকৃত ভিত্তি ভূমি নির্ম্মাণ করিলেন কিন্তু কার্য্যে অমনোযোগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট শুদ্ধ আমাদিগকে নিরাশ করেন নাই একটী বিষম অনিষ্টের সূত্র পাত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে অনেক কার্য্য জন সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া সাব্যস্ত করিবেন এবং ইহাতে পদে পদে এত ভুল হইবার সম্ভবনা যে তাহাতে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। যত দিন জন সংখ্যা না লওয়া হইয়াছিল তত দিন গবর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়ে সাত পাঁচ ভাবিয়া প্রবৃত্ত হইতেন এবং এ রূপ সশঙ্কিত ভাবে কার্য্য করাতে যদি কোন বিঘ্ন হইত তাহার ফল সাংঘাতিক হইত না। গবর্ণমেণ্ট তাহার গণনার ফল যে ভ্রান্তিশূন্য ইহা বিশ্বাস করিতেন না সুতরাং তিনি কোন কার্য্য করিয়া নিশ্চিত বসিয়া থাকিতেন না। জন সংখ্যা লওয়াতে গবর্ণমেণ্ট এখন অনেক বিষয়ে গণনা করিবার একটী ভিত্তি ভূমি পাইলেন এবং স্বভাবতঃ তাহার গণনার ফলের উপর সম্পুর্ণ আস্থা থাকিবেক। তিনি অনেক বিষয়ে নির্ব্বিঘ্ন চিত্ত থাকিবেন এবং সম্ভবতঃ তাহাতে অনেক সময় আমাদিগকে বিপদাপন্ন হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট বৎসর ২ কোথায় কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় তাহার একটী তালিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এইক্ষণ ঐ তালিকার সঙ্গে জন সংখ্যার তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন যে এ দেশে অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মিয়াছে কি না এবং হয়ত ইহার উপর নির্ভর করিয়া দেশের বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি হইবে এবং হয়ত জগদীশ্বর না করেন আবার উড়িষ্যার ন্যায় অনবধানতা নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট অন্য অন্য সভ্য জাতির ন্যায় বৎসর সকল বিষয়ের একটী বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এবং প্রজারা জানিতে পায় রাজশাসন কার্য্য কি রূপ চলিতেছে এবং যে দেশের জন সংখ্যা অপরিশুদ্ধ সে দেশে এ বিবরণ গুলি সমুদয় ভ্রমপূর্ণ হইবে। অনেক সময় গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন অতিরিক্ত মনোযোগ ও যত্ন দেখাইয়া ও এই ভুলের নিমিত্ত প্রজার নিকট অপরাধি বলিয়াই নিজে স্বীকার করিবেন এবং যে দেশে প্রজারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমুদয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুঝিয়া লইতে যায় এবং প্রজারা চঞ্চল ও প্রবল হয় সে দেশে এই ভুলের দ্বারা তুমুল হইতে পারে। আবার অনেক সময় গবর্ণমেণ্ট আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিয়া প্রজাকে তাহার বিপরীত বুঝাইয়া দিতে পারেন, ইহাতে দেশের সর্ব্বনাশ হয় অথচ প্রজা কি গবর্ণমেণ্ট কেহই বুঝিতে পারে না যে সর্ব্বনাশের মূল কি।

জমিদারেরা কি কি বিষয়ে প্রজার নিকট হইতে ন্যায্য খাজনার অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন তদ্বিষয়ের একটী সম্পূর্ণ বিবরণ লেফটেনেণ্ট গবর্ণর প্রত্যেক কমিশনারগণের নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। কমিশনারগণের কিছু সাহায্য হয় এবং ভুল না যায় এই নিমিত্ত তিনি তাহার সরক্যুলরে জমিদারগণের অত্যাচারের কতকগুলি উদাহরণ সন্নিবেশাত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এবার জমিদারগণকে জব্দ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব যে ধাতুর লোক তাহাতে তিনি যে সহজে জমিদারগণকে ছাড়িবেন তাহা কোন মতেই

এবং আমরা যতদূর যাহা জানি, তাহাতে যদি গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত অনুসন্ধান করিতে প্রবর্ত্ত হন তাহা হইলে অনেক জমিদারের দোষ বাহির হইয়া পড়িবে সুতরাং জমিদারগণের এবার প্রকৃত ভারি বিপদ। যে সমুদয় জমিদারেরা প্রজা পীড়ন করেন তাহারা দণ্ডনীয় হইলে নিতান্ত অন্যায় কাজ হইবে না তবে আমাদের ভয় হইতেছে যে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর দুটী চারিটী উদাহরণ পাইয়া ভাল মন্দ সমুদয় এক দলে আনিয়া সকলকে দণ্ড না করেন। জমিদারেরা এক দিন না এক দিন এইরূপ বিপদে যে পড়িবেন তাহা অনেক দিন হইতে অনেকে জানিতে পারিয়া ছিলেন এবং অনেক দিন অবধি জমিদারগণকে তাহারা সাবধান করিয়া আসিতেছেন কিন্তু অনেক জমিদারেরা স্বার্থ ও লোভে একেবারে অজ্ঞান হইয়া তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করেন না এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এক্ষণ সুদ্ধ তাহারা নষ্ট হন না, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আর আর সহস্র অনিষ্ট হইতে চলিল। ক্যাম্বেল সাহেব জমিদারি খাস করিয়া লইলে যদি শুদ্ধ জমিদারগণের অনিষ্ট হইত তবে আর বিশেষ দুঃখের বিষয় কি বরং তাহাদের যেমন কর্ম্ম তেমনী হইত তবে তাহা হইলে দেশের একটী বিশেষ অনিষ্ট হইবে। আমাদের দেশের যত অর্থ প্রস্রবণ আছে তাহার প্রায় সমুদয় গুলি ভিন্ন দেশীয়গণ অধিকার করিয়াছেন থাকিবার মধ্যে জমিদারিগুলি এদেশীগণের হাতে ছিল। তাহাও ইংরজে ক্রমে অনেক ক্রয় করিতেছেন এবং যাহা আছে সে গুলি গেলে অর্থ সমুদয় দেশ হইতে নিঃশেষ হইবে। জমিদারগণ অত্যাচার করুন আর যাহা করুন অর্থ থাকায় তাহাদের সামাজিক গৌরব আছে এবং এই নিমিত্ত অনেক সময় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রার্থনা অবহেলা করিতে সাহস করেন না। ইহা দ্বারা যে দেশের কতক মঙ্গল হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। জমিদারেরা নির্ধন হইলে এবিষয়েও দেশের আর একটি অনিষ্ট হইবে এবং এ সমুদয় অনিষ্টের মুল আমাদের স্বার্থপর নির্দয় জমিদারেরা। ইহারা আপনার সর্ব্বনাশ করিলেন এবং সম্ভাবতঃ দেশের ক্ষতি করিলেন। এত দিন না হউক এই নির্ব্বোধ জমিদারগণের এক্ষণ চৈতন্য হইতে পারে যে তাহারা প্রজার নিকট সহস্র অপরাধী। তাহারা ইহাদিগের অনেককে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। অনেক সময় মুখের অন্ন হইতে তাহারা প্রজাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। অনেকে জমিদারগণের অত্যাচারে হত সর্ব্বস্ব হইয়াছে। অনেকে তাহাদের কর্ত্তৃক চিরকারাগারে বাস করিয়াছে এবং অনেকে অকালে কাল পতিত হইয়াছে। জমিদারগণের যদি রক্ষা পাওয়ার অভিলাষ থাকে তবে এক্ষণ ইহাদের নিকট অকৃত্রিম হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, ইহাদের যে সমুদায় ক্ষতি করিয়াছেন যতদূর সাধ্য তাহার ক্ষতিপূরণ করুন। তাহারা প্রজার নিকট সহস্র অপরাধী সুতরাং তাহার নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ করিলে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিবেন ফল এইরূপে পাপারে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহাদের আর রক্ষা নাই। এ দেশের প্রজারা দুষ্টচরিত্রের নহে, তাহারা দুষ্টমি কখনই জানিত না, তবে জমিদারগণের নিষ্পীড়ন এবং গবর্ণমেণ্টের কার্য্য কৌশলে তাহারা প্রকৃত এক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্দ হইয়াছে। তবে তাহারা যতই মন্দ হউক প্রকৃতি কখনই মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে না। গবর্ণমেণ্ট যতই আনুগত্যতা দেখান প্রজারা চিরকালই জমিদারগণকে আপন প্রভু বলিয়া জানে। জমিদারেরা আপন দোষে প্রজাকে হারাইয়াছেন। তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় সন্তানবৎ বাৎসল্য করুন প্রজারা প্রজারা আবার তাহাদিগকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও প্রীতি করিবে। তাহারা প্রজাকে হাত করিতে না পারিলে তাহাদের প্রকৃত রক্ষা নাই ফল তাহারা যাহা করেন তাহা যেন সরল চিত্তে করেন আবার অসরলতা দেখাইলে কেবল বিপদ বৃদ্ধি করিবেন।

আমাদের ক্যাম্বেল সাহেব প্রতি একটি নিবেদন আছে। আমরা জানি ইতিপূর্ব্বে তিনি জমিদার ও নীলকুঠিয়ালগণ সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন প্রকটন করিয়া কমিসনারগণের নিকট উত্তরের নিমিত্ত প্রেরণ করেন এবং আমরা আর কোন স্থানের সংবাদ রাখি না তবে যশোহরের মাজিষ্ট্রেট পার্ক সাহেব তাহার উত্তরে নীলকুঠিয়ালগণের সহস্র প্রশংসা ও দেশীয় জমিদারগণের নিন্দবাদ করেন। জমিদারগণ কেহ কেহ নিন্দনীয় সে সত্য বটে, কিন্তু তিনি নীলকুঠিয়ালগণ সম্বন্ধে যাহা লিখেন তাহার অনেক মিথ্যা। ক্যাম্বেল সাহেবের এবারকার প্রশ্নের উত্তরও কলেক্টরগণ দিবেন এবং এবারও যে তাহারা প্রকৃত সম্বাদ দিবেন তাহার বিশ্বাস কি? এ দেশের জমিদারের মধ্যে এক্ষণ অনেক ইংরাজ প্রবেশ করিয়াছেন। তাহারা শুদ্ধ জমিদার নন। নীলকর ও জমিদার এবং তাহাদের প্রজারা যে কি রূপ অবস্থায় দিনপাত করে যে বিষয় লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত। তিনি কাছাড় প্রভৃতি স্থানের চাকরগণের অত্যাচারের বিষয় কতক অবগত হইয়াছেন এবং তিনি সম্ভবতঃ জানিয়াছেন যে ইংরাজেরা প্রকৃত অত্যাচার করেন তাহা না হইলে তাহাদিগকে তিনি মফসল আদালতের বিচারাধীন রাখিবার প্রস্তাব করিতেন না? সুতরাং আমরা কতক বিশ্বাস করি কলেক্টরেরা ইংরাজ জমিদারগণের গুণানুবাদ করিলে ক্যাম্বেল সাহেব সহসা প্রত্যয় করিবেন না তবে এবিষয়ে আমাদের কতক কতক আশঙ্কাও হয়। ক্যাম্বেল সাহেব সিবিলিয়ানগণের প্রতি বিশেষ সদয় এবং তিনি সে দিন প্রকাশ্য বক্তৃতায় ব্যক্ত করেন যে তাহার স্বদেশীয়গণের সত্য প্রিয়তার উপর তাহার বিশেষ ভক্তি আছে। ইংরাজেরা সত্যপ্রিয় তাহার কোন সন্দেহ নাই তবে মনুষ্যের প্রকৃতিতে যেমন দেবভাব আছে সেই রূপ অসুভাব আছে এবং তাহার স্বদেশীয়গণের সত্য প্রিয়তার উপর নির্ভর করিয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আর কিছু না হউক তিনি ইণ্ডিগো কমিসনারের রিপোর্টটি যেন পাঠ করেন।

কিনিয়ার্ড সাহেব গত সোমবার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাটীতে এদেশীয় সঙ্গীত শ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত হন। রাজা যতীন্দ্র ইহার নিমিত্ত তত প্রস্তুত ছিলেন না, যাহা হউক তাহার নাট্যশালায় সভা হয়। সভাতে কিনিয়ার্ড এবং অপর দুই এক জন সাহেব এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান কয়েক জন ব্যক্তি উপস্থিত হন। কিনিয়ার্ড সাহেব সেখানে সাত প্রকার সঙ্গীত শ্রবণ করেন। প্রথম দেশীয় কনসার্ট তাহার পর ক্রমে, সেতার, সরত, ন্যাস, তরঙ্গ, গীত, নাট্যাভিনয় এবং কথোকথা হয়। সাহেব সঙ্গীত শ্রবণে ভারি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। ইংরাজদিগের মধ্যে সচরাচর সঙ্গীত অতিশয় স্থূলাকারে শিক্ষা হয়। এদেশীয় সঙ্গীতের ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীত অদ্যাপি বৈজ্ঞানিক অবয়ব ধারণ করে নাই, সুতরাং আমাদের গান বাদ্যের নিগুঢ় মিষ্টত্ব ইংরাজদিগের বুঝা সুকঠিন, যাহা হউক, কিনিয়ার্ড সাহেবের যদি সঙ্গীতে কিছু বুৎপত্তি থাকে তবে তিনি জানিয়া গেলেন, সঙ্গীত অনভিজ্ঞ ইংরাজেরা এদেশীয় গান বাদ্যকে যত অবজ্ঞা করে ইহা তাহার যোগ্য নহে।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে ইণ্ডিয়ান পোষ্টের তত্ত্বাবধায়কেরা পত্রিকা খানির উন্নতির নিমিত্ত নুতন বন্দোবস্ত করিতেছেন। এ দেশে এরূপ সুলভ পত্রিকা আর আর নাই, এ খানির উন্নতির নিমিত্ত উহার তত্ত্বাবধায়ক এবং জন সাধারণ উভয়ের যত্ন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের হস্তে অনেক গুলি নুতন পুস্তক আসিয়া পড়িয়াছে আমরা স্থানাভাবে উহার সমালোচনা বারান্তে করিতে বাধ্য হইলাম।

পোষ্টেল বিভাগ হইতে আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে যে টেলিগ্রাফের সংবাদ রসিদ ডাকের টিকিট এবং ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি রেজিষ্টরি করিয়া না পাঠাইলে ডাকে গৃহীত হইবে না, এবং মনিঅর্ডরে রেজিষ্টরী করিয়া না পাঠাইলেও হইবে।

আমরা ইণ্ডিয়ান মিরার পাঠে অবগত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় যে স্ত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন তাহা বন্দ করিবার নিমিত্ত লেপ্‌টেনেণ্ট গবরর্ণর আজ্ঞা দিয়া কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে উন্নতির নিমিত্ত সাহায্য প্রদানে সংকল্প করিয়াছেন।

যে সমুদায় ব্যক্তি জন সংখ্যার ফার্ম পূর্ণ করেন নাই, গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন, যে তাহারা সত্বর ফার্ম পূর্ণ করিয়া ক্রি স্কুল আফিস নং ৭৩ জন সংখ্যার কার্য্যালয় প্রেরণ করে। যাহারা উহা প্রেরণ না করিবে অথবা ফার্ম অসম্পূর্ণ অবস্থায় পূরণ করিয়া দেয় তাহারা ১৮৭১ সালের ১১ আক্টোবরের ৬ ধারানুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

A FRIEND WRITES:—" The A. B. Patrika or its law contributer differing from the rest of the world and among others Mr. Cowie the late advocate general maintained an opinion respecting the Brahmo-marriage bill unique and singular in its kind. And you must have found how Mr. Stephen has stolen that opinion almost in its entirety. And yet you don't seem to be conscious of this. Never, a pedantic display of pride and conciet like other papers is not desirable I only congratulate the law coutrbutor a little on this point as lawyer. "

THE TWO RAJKEES—Truth must be told at whatever cost, but it is more easily said than done. A candid out spoken man may be respected but he is never liked. A truth when it flatters the vanity is agreeable enough, but it more frequently does otherwise, and a plain, blunt man is generally avoided. It is therefore easier, more profitable and therefore more agreeable to flatter than to abuse men in power. If the Native Press attack Government they lose more than gain by it. They may secure thus the interest of mischief-loving men, but they loose the good graces of men in power, men from whom alone proceed wealth, power and honor. When the 1ress in which this Journal recieved its impression was at Jessore, no European Hakim in anyway patronized it. Abundant Press works they had in their hands, municipality forms, the dakhillas of the minor's estates, but the magistrates of Jessore preferred to sacrifice the interests of the ratepayers and minors than to print the forms in that Press, the Proprietors of which had offered to execute those works at a much lower rate than that of Calcutta. *The Englishman* in its issue of the 24th ult says " Whenever the Vernacular Press wishes to says something as disloyal as is compatible with safety, it falls back on a comparison between our rule and that which preceded us " Let us first of all assure our contemporary that the Native Press do not bear any malice towards the British Government, they may not understand the present policy of Government they may view with suspicion all its movements, but certainly they bear no malice. Our contemporary not only abuses the Vernacular Press but courts discussion, and if we try to meet him point by point we hope he will have at least the fairess not to see treason in our remarks, and we hope he will allow us the liberty to speak our hearts freely. The writer says; " Wherever the past history of India has been accurately investigated whether by Sir, Henry Elliot, by Mr. Hunter or by Mr. Lepel Griffin we see a period of anarchy oppression, and misery under Native Rulers succeeded by an era of peace prosperity, and grumbling under British Government. " Does not this " grumbling " does honor to the British Government? We believe every true Briton ought to be proud of having taught and allowed the Natives to grumble, but we shall see whether they have any solid grounds to found their grumblings upon. Further on " Mr. Griffin thus sums up the result of his inquiries ' seriously to compare the British Administration with those which preceded it, is an insult to the intelligence, and and whenever an opportunity has been afforded thom, the people have accepted British rule with, unfeigned satisfaction ' " Without at all doubting the sincerety or correctness of Mr. Griffin's views we are yet tempted to remark that Mr. Griffin is an Englishman and he praises English rule in India. A man who praises himself is rarely believed, a man who praises his own nation does, what you, I, we, they, in short every body does—it is a weakness of humanity—but when it is the interest of a man to praise his nation, and when that interest is very visible, his statements are no doubt received with extreme suspicion. It is said that Mr. Griffin has a strong pro-Native tendency but with all that it is beyond doubt that his pro- English tendencies are stronger by far. Let us draw our facts from independant sources and not forget the story of the lion and the painter. Even admitting that whenever an opportunity afforded, the people accepted the British rule is it fair to conclude that the people would continue to prefer their new Government? Some advantages which are generally displayed and are placed in the front might tempt them, but a short experience might disabuse their minds. The English Government with its Railways, Telegraphs, Courts of Justice, Univerrities may be agreeable enough but a short experience may teach them that a speedy journey, good education may be fully antidoted by the haughtiness of European Officials who would not condescend to shake hands with a black man or treat him like a fellow creature. They may feel at last that whatever advantages they enjoy, they are reguired to pay cent per cent for it, much more than they can afford to do. We must not forget however that it is not fair to compare the Mahumudan Government of the 16th century with the English Government of the 19th century. Neither is it fair to compare the period when there was anarchy throughout the length and breadth of the land we mean during the downfall of the Mogul Government with the present one; it is true the English nation restored order, but this the Maharattas, Sikhs or any other powerful race would have done, had the former not stepped in and driven all competitors from the field. The Mogal Sovereigns were despotic no doubt, but the contemporary sovereigns of England were despotic too and the British India Government is at present the only despotic Government in the civilized world. At a time there was anarchy in India, but there was anarchy in France, in England and it is not fair to take that period as an example of Mohamudan oppression as it is not fair to take the years of ' 57 and ' 58 as samples of British mal administration in India. Serajdowla was a demon in 1757 but the Indigo planters committed murder plunder, arson for half a century from 1810. It is better now and we thankfully admit it and we further admit that our properties, lives and honor are now more secure than they were during the reign of Mahamudan sovereigns. But if the Mahamudan sovereigns robbed the country openly, the British India Government does it only in a more gentlemanly way, for robbing is neither more or less than taking one's money without his consent. If the Mahamudans ruined some they enriched others but the draining of England is systematic and thorough, and above all what the Mahamudans robbed they paid it back to the people for they spent the money here, but the British India Goverr-ment is annually draining the country of its wealth never to return it. The English Government is very very tolerant, but so the Mahamudans were, and more, they never took money for their religious institutions from the kafirs as the British Government does. The Mahamudans not only tolerated the Hindoo religion, but respected the gods of the Hindoos, prayed to them for prosperity and endowed their temples. The Hindoos again respected the Mahamudan saints snd there was thus a sympathy between the two races the want of which between the Saxons

and Hindoos is so sadly felt. The generous and enlightened British Government is giving us education and teaching us things which we could never learn from the semi-civilized moslems, but the Mahamudans taught us what they knew and did that without recieving a fee. But notwithstanding India owes a debt of eternal gratitude to England for the new impulse that she has recieved from the latter to advance in the scale of civilization, but the Mahamudàns tatight the boy and patronised the man, the English Government teaches the boy, inspires him with noble sentiments and ambition, and alas forces him to crush them when he grows a man. Hemu was a Hindoo but he was a Prime Minister, so was Medni Roy, and in the reign of some Emperors of Delhi the whole spirit of the court was Hindoo. [vide Elphins tone.] The chief and responsible posts of the Empire were equally divided between Hindoos and Mahamudans, even one of the two field marshals of Serajdowla was a Hindu, but under the benign patronage of the British Government we can only aspire to be first class. Dy. Magts. Like the Norman kings of England, the Mahamudan sovereigns of India severed their connection with their mother country India wastheir own country and they loved India for India's sake. To England Indiais a useful mistress and nothing more. India has passed from their hands to that of the Anglo-Saxon, but still a great portion of the population is Mahamudan, but if the English ever leave India, they carry with them from the country every thing English. The Mahamudans are Asiaties like the Hindoos and the consequence was, speedily a sympathy arose between them, the Mahamudan soveriegns allied themselves in marriage ties with Hindoo Princes, and gradually the Mussalmans became Hindoo in every thing but religion and virtually India became an independant country.

The Municipality Bill—If the proposed Bill be passed there will be no longer any necessity for a road cess in Bengal, The object and aim of the Bill is to introduce municipalities in every 1st, 2d and 3rd class villages or in other words in every village throughout the country. In that case municipal institutions can take care of the local roads of the country we think with less cost and greater advantage. We regret that such a fact was not pointed out to the Council by any of the Native members. But if there was an omission there we hope there will be no omission on the part of our countrymen to represent the matter strongly to Government. The proposed municipal committees are only cess committees with additional duties and responsibilities and we do not at all see the necessity of two such institutions in the same country. The cess is an odious impost which exempts not the very poorest of the population, and we can accept some municipal taxes with something like cheerfulness in their stead, but to burden the very wreteched people of Bengal with two such taxes would be worse than cruelty.

We next come to the speeches of the Hon'ble members of the council, especially those of Babu Degambar, Rajah Jotoendra mohon and His Honor the Lieutenant Governor. The most important point of debate was whether the Natives were prepared for self-government, and whether the provisions in the Bill would really secure to the people a voice in the administration of their municipalities. Babu Digambar who without going into details objected to the Bill on constitutional grounds was of opinion that the country was not prepared either socially or morally to recieve the germs of self-government. Rajah Joteendra mohon thought that the Magistrate would override the committee and that the municipalities would be but little despotisms, and Mr. Bayley who was perhaps instructed to go to the other extreme that His Honor and Mr. Bernard might stick to the mean of these two opinions was of opinion that the non-official members would override the magistrates which would at the same time weaken the executive. His Honor thus summed up the opinions of the various members on this head and said "the objection had been well answered by Mr Dampier who asked whether it would be better if there were no municipalities, and the municipal Government were directly administered by the Government officials." The purport of Mr Dampier's reply to the Native members was this. Municipalties must be extended, and if the non-Officials did nothing else they would certainly, to some extent trammel and check a wrong-headed Magisrate. It is better to have even this check over the Magistrates than to leave them altogether independant but Mr. Dampier in his seemingly unanswerable reply assumes a proposition. He starts with the the proposition that Municipalities must be established throughout the country whether they teach the people self-Government or not, but Mr. Bernard the mover and His Honor the President have all along assured the public, it is to plant the germ of self Government that this Bill has been at all framed. This has been so often repeated by them that the Native members and the public generally were led to believe that it was a most generous motive which led His Honor and Mr. Bernard to give a popular character to these institutions and so Babu Digambar "fully appreciated the good intentions and liberal views of Government" The Native members simply said that the provisions of the Bill would never secure to the people the boon for which alone Government was so anxious to extend municipalities to the muffosil but Mr Dampier in effect said that Government did not at all care whether the people got any benefit or not from the measure, municipaltiies must be extended so the Natives ought to remain quite satisfied with what they got. Certainly if Government had said as much the Native members would have modified their objections accordingly. Only hear what His Honor said on the point:—

"He admitted that there was a great deal of truth in the observations of the hon'ble member on the right (Baboo Digumber Mitter); dut when he looked back to the history of this great country, he could not despair of ultimate success. His belief was that these self-govering institutions were a very essentail part in the very constitution of the Aryan race. He was sauguine that the diffleulties which the hon'ble member so vividly depicted might be overcome, and that we should eventually arrive at efficient self-government. He admitted that we could not arrive with one bound at such a state of things ; he could not hope to see the system brought to perfection : but at any rate he thought that we might make a beginning, and that our successors might arrive, at a future time, at a very favorable result. On one point he could not altogether agree to what had been said by the hon'ble member on this subject. His honor understood the honble member's argument to be that these municipal institutions must be the outcome and not the precursor of free political institutions. Now His honor's view was otherwise. He believed that human nature was so constituted that what was called patriotism and public spirit were the natural accompaniments and result of self government that while institutions were despotic and you had no self government. you could not have public spirit and you could not have patriotism. On the other hand he believed that if you made a beginning of self government public spirit, and patriotism would result. Men who accepted office on behalf of their country men would know that their actions would be watched and judged by those for whom they acted, and his hope and belief was that public spirit would result.

Here His Honor stoops to solicitation. It seems that the powerful speeches of the Native members had some effect upon his strong mind aud obstinate nature. But why so much humility why not give at once what you are so eager to gives. You offer a precions jewel, you display it, you solicit us very humbly to accept it but then you donot give it. This is what we cannot understand and this is what creates suspicion as to the intentions of Government. Let the people have their own commissioners, let the people spend their own money, squander away if they choose, and nobody except themselves will be losers by their folly. Experience will at last teach them how to husbsnd their resources, and experience is the best of teachers. If the people do not improve and learn Governmentcan then interfere and inflict them

with magistrates, or if Government does not choose to give them such unlimitod powers, let the magistrates and commissioners excercise a moral and therefore irressisstible influence over them. We believe such a contral would be quite suefficient to serve all Government purposes. In short what extraordinary proviileges does the Goveumet give in placing village municepalities under the control of the villagers we do not clearly see. The villagers raise *their own money* and what we ask Government is to give them the power to spend it for their benefit. This is we believe asking not too much from a Government which is generously anxious o teach us self Government. But more itn our next.

প্রাপ্ত।

প্রাচীন কালের লোকেরা স্থূলজ্ঞ ছিল; তাহারা প্রণালী ও নিয়ম ভাল বাসিত। যাহাতে নিয়ম নাই, যাহা কোন একটী প্রণালীভুত নহে, তাহা তাহাদের নিকট আদৃত হইত না। স্বাধীনতা তাহাদের চক্ষে ঘৃণিত ও পাপাবহ বোধ হইত। ধর্ম্ম=পুস্তক, ধর্ম্মনিয়ম, গুরু, এই সমস্ত ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না; অন্যের চিন্তার ফল অন্যের বিশ্বাস আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাস্পদ হইতে হইবে। কিন্তু এই অভিনব কালের ভাব অন্য প্রকার। এখন কেহ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নিয়ম, ধর্ম্মমত, গুরু, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতির অধীন হইতে ইচ্ছা করেনা। মনুষ্যের আত্মা স্বাধীন, সকলের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে, স্বীয় রুচি ও জ্ঞান অনুসারে কার্য্য না করিলে তাহা ধর্ম্ম নামের যোগ্য হয় না, এই রূপ চিন্তা বর্ত্তমান লোকদিগের বড় প্রিয়। আমেরিকার ভিরলিজ্ঞাস এসোসিয়েসন, ও ইংলণ্ডের বেণ্ড অব ফেথ উভয় উন্নতিশীল স্বাধীন সম্প্রদায়ই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, আমরা যখন যাহা সত্যজ্ঞান করিব তখন তাহাই বিশ্বাস করিব।" তাহারা কেবল নির্দ্দিষ্ট ক্রিড অর্থাৎ মতের অধীন হইতে চাহে না। ব্রাহ্মসমাজও সেই বাক্য প্রতিধ্বনিত করিতেছে। " অগ্রসর হও; সত্যগ্রহণে ভীত হইও না " এই ব্রাহ্মসমাজের বাক্য।

কিন্তুমনুষ্যের মন স্বভাবতই সন্দিগ্ধ। ঈ- এরূপ প্রকৃতি করিয়া দিয়াছেন, তাহা লিতেছি না। মনুষ্য এরূপ সন্দীহান পাছে কেহ সত্যানুসন্ধান করিতে ত্যে গিয়া উপনীত হয়, এই ভয়ে র্দ্দিষ্ট মত করিয়া রাখিতে চায়। করূপে সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া য়িক অসত্যগ্রহণ করে, মতভীরু, নবাক্যানুবর্ত্তীগণ অপেক্ষা যদিও ব্রাহ্মসমাজে অধুনা বর অঙ্কুর দৃষ্ট হয়, বিলীন হইবে সন্দেহ নাই। অভিনব সময়ে স্বাধীন চিন্তারই আদর ও সেই দিকেই লোকের মন আকৃষ্ট ও ধাবিত হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজের দ্বিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইল। যাহারা ইহার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব দেখিয়াছিলেন, তাহারা যদি এই উৎসবটীও দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্ব বাক্যের সত্যতাউপলব্ধি করিয়াছেন। কি আদি সমাজ, কি উন্নতিশীল সমাজ উভয়ই প্রতি বৎসর নূতন নূতন সত্য গ্রহণ করিতেছে। উভয়েই পুরাতন কোন কোন বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে; উভয়েই পূর্ব্বে যাহা সত্য বলিত এখন তাহা আর সত্য জ্ঞান করে না, অথবা পূর্ব্বে যাহা অসত্য বোধ করিত, এখন তাহা সত্য জ্ঞান করে। উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা যখন আদি সমাজের সহিত একত্র ছিলেন, তখন তাহারা যাহাকে ভক্তি বলিতেন না এখন তাহাকেই তাহারা ভক্তি জ্ঞান করেন। অনাবৃত পদে নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন ঈশ্বর প্রণাম সাধুদিগকে প্রণাম এই সমস্ত অভিনব পরিবর্ত্তন তাহারা অবলম্বন করিয়াছেন। এই উৎসবেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নগর সঙ্কীর্ত্তন ও সমাজে সমস্ত দিবস উপাসনা, পাঠ শ্রবণ, ধ্যান প্রভৃতি হইয়াছিল। উন্নতিশীল সমাজে এ বৎসর এক সপ্তাহ উৎসব করিয়াছিল। তন্মধ্যে এক দিন ব্রাহ্মিকদিগের উৎসব হয়। এ বৎসর দুইটী নূতন দৃশ্য দেখাগিয়াছে। রবিবার অপরাহ্নকালে কেশব বাবু গোলদীঘির উত্তর উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রায় তিন চারি সহস্র লোককে সম্বোধন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। প্রথমে ধ্বজা তিনটী দেখাইয়াছিলেন। পরে বলিলেন " প্রমাণ আছে—সূর্য্য, সমুদ্র, পর্ব্বত ইহার প্রমাণ।" ১৫ মিনিট উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে আর একজন বলিলেন "আমরা বিদেশীয় ধর্ম্ম লইব না।" টাউন হলে আর একটি নূতন দৃশ্য দেখা গেল। কেশব বাবু সপরিবারে এবং আরও অনেকগুলি ব্রাহ্মিকা সভা মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকটী বালিকা ঐ উপলক্ষে একটী ব্রহ্ম সংগীত করিয়াছিল। কেশব বাবু "প্রাচীন বিশ্বাস ও আধুনিক চিন্তা" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা মধ্যে তিনি প্রাচীন লোকদিগের বিশ্বাস ও প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শন এবং আধুনিকদিগের নিয়ম বাদিতা এই পরস্পরের তুলনাও বিচার করিয়াছিলেন। উপাসনা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, বিবেকই ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ লব্ধ, বিজ্ঞান আলোচনা আবশ্যক এবং বিজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর অধিকতর রূপে উপলব্ধ হয়েন, এ সমস্ত ও বিবৃত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রাহ্মদিগের উৎসব নির্ব্বাহ হইয়াছে। গত বর্ষের ন্যায় এবৎসরও কেশব বাবু সকল উপদেশ বক্তৃতায় ব্রাহ্মদিগকে পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন করিতে কহিয়াছেন। গত বর্ষের উপদেশের কোন ফল না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এবৎসর কি হয় আগামী ১১ই মাঘে দেখা যাইবে। এবারে যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে যদি তাহা আন্তরিক হয় তাহা হইলে বোধ হয় বিবাদ ভঞ্জন হইবে। তাহারা সংকীর্ত্তনে পর্য্যন্ত বিবাদ ভঞ্জনের কথা কহিয়াছেন।

সংবাদাবলি।

—বোম্বাইয়ের পোষ্ট আপীষের বাড়ী ৫'৬০,000 টাকা ব্যায়ে নির্ম্মিত হইবে।

—সম্প্রতিমুথরায় এক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে। জনৈক উদাসীন একটী মন্দিরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু নিষেধ করাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া এক জন প্রহরীর হস্ত হইতে তরোবারি লইয়া তাহাকে এবং তত্রস্ত অন্যান্য লোকদিগকে মারিতে চেষ্টা করে। পুলিস সংবাদ পাইয়া তাহাকে ধৃত করে ও মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে আনীত হয় তথায় পুনর্ব্বার ঐ তরবার কাড়িয়া লইয়া মাজিষ্ট্রেটকে মারিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তাহার এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল আমি স্বর্গ যাইবার সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতেছি।

—শ্রুত হইলাম যে আমেদাবাদ এসোসিয়েসন হইতে ওয়াসুদিউ জগন্নাথ নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয় বিষয়ক সভায় স্বাক্ষ্য দিতে গমন করিয়াছে।

—আমারা আহ্লাদের সহিত লিখিতেছি যে বারুইপুরে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরি মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয় সুন্দররূপে চলিতেছে। টাকীতে তারাশঙ্কর রায় চৌধুরি মহাত্মা যে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন তাহাদ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইতেছে।

—তাক্তয় সর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট সকল প্রকার সাংঘাতিক বিষ-বিশিষ্ট সর্পের একটী তালিকা দিয়াছেন গবর্ণমেণ্টকে গোখুরা ও কাণড় সাপ মারিয়া দেখাইতে পারিলে প্রতি সর্পের জন্য ১ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

—রুসিয়া হইতে গ্রাণ্ডডিউক অনেক আলেকসিস আমেরিকায় গিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে আমেরিকা ও রুসিয়ার পরস্পরকে সাহায্যের জন্য এক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়।

—ইউরোপে এক যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সম্ভবনা, তাহা হইলে আমেরিকার সাহায্যে রুসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান হইতে পারিবে ও আমেরিকা রুসিয়ার সাহায্যে সমুদয় পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে।

—গবর্ণমেণ্ট ফিমেল নরম্মাল ইস্কুল কোনরূপ ফলদায়ক নাহওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাহা ১৮৭২ ৩১ জানুয়ারি অবধি উঠিয়া যাইবার হুকুম দিয়াছেন। তবে যদি কোন ব্যক্তি এরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিবেন। কিন্তু সম্পূর্ণ গবর্ণমেণ্ট ফিমেল নর্ম্মাল ইস্কুল আর কিছু দিনের জন্য এখানে থাকিবে না॥

—মান্দ্রাজ মেল্ বলেন যে হাসমাদাদ খাঁ লার্ড মেও ও গ্রে সাহেবের নামে কুইনস বেঞ্চ কোর্টে যে নালিস করে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য গ্রে সাহেব এক আবেদন করেন। তিনি এই বলেন লার্ড মেওর আদেশানুসারে তিনি কর্ম্ম করিয়াছিলেন। কিন্তু জজেরা এ আপত্তি না শুনিয়া আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

—প্রেসিডেন্সি কমিসনর এচ, এ, ককরেল সাহেব কিছু দিনের ছুটী লইয়াছেন এবং তাহার স্থানে ষ্টুয়ার্ট কালবিন সাহেব কর্ম্ম করিবেন।

—বি, এচ, সক সাহেব রাজা জ্যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুর এবং টি, এম, রবিনসন সাহেব বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইয়াছেন।

—ভারতবর্ষীয় আয় [ব্যয় সংক্রান্ত যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে যে যে বিষয় বাবু শ্যামা চরণ দে মহাশয়ের বলিবার কথা ছিল তাহা ই, গ্রে সাহেব বিলাত গিয়া কমিটিকে অবগত করিবেন এরূপ শুনা যাইতেছে।

—অল্পদিন হইল কোন পশারির নিকট হইতে ২ জন কনেষ্টাবল এক আদুলী দিয়া পয়সা লয়। পসারি ক্ষণকাল পরে দেখে উহা পয়সা পারা দ্বারা আদুলীর ন্যায় করিয়াছে। পশারী উহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করাতে এক ব্যক্তির ৬ মাস কারাবাসের অনুমতি হইরাছে, অপর ব্যক্তি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। পুলিষের সমস্ত লোকের চরিত্র পরীক্ষা করিলে অনেক অদ্ভূত কাণ্ড বাহির হইতে পারে।

—কুষ্টিয়ার একজন সাহেব মদ্য পানে মত্ত হইয়া রাস্তার উপর আমোদ করিতেছিল, তখন কতকগুলি বালক এই কাণ্ড দেখিতেছিল, সাহেব তাহাদিগকে তাড়াইা দেন। কিছুকাল পরে দেখিলেন কতকগুলি বালক এক দোকানে বসিয়া আছে, সাহেব তথায় যাইয়া ক্রোধভরে বলিলেন তোমরা ডেলা মরিয়া আমার আমোদ ভঙ্গ করিয়াছিলে। বালকেরা বলিল আমরা রাস্তায়ই যাই নাই। সাহেব ক্রোধে অন্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা একটি বালকের উদরে আঘাত করিলেন, বালক অচৈতন্য হইয়া পড়িল। সাহেব পলায়ন করিলেন, পরদিন তাঁহাকে এক ইক্ষুক্ষেত্রে শয়নে দেখিয়া ধৃত করিয়া আনা হইয়াছে। বালকের জীবন সংশয়। ইহাঁকে কুষ্টিয়া হইতে স্থানান্তরে উচ্চপদ দিলেই ইহার প্রচুর দণ্ড হইবে।

—ইংলিসমানে দেখা গেল যে নোয়াখালী ডিসষ্ট্রিক্টে সেনসসের জন্য ভারি গোল যোগ উপস্থিত হয়। সোদাদাহ ও তন্নিকটস্থ কয়েক লোকে স্থানের একত্র সেননাসের কর্ম্মচারীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আসিসটণ্ট পুলিস সুপারিণটেনডেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও সুপারিনটেনডেণ্ট, ১০ জন সশাস্ত্র চৌকিদার সঙ্গে লইয়া গোলযোগের স্থানে উপস্থিভ হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। ইংলিসমানের সংবাদ দাতা বলেন এই গোলযোগের মূলে ওহাবিরা আছে। এঘটনা কতদূত সত্য বলা যায় না।

—বিলাতে একটী কল তৈয়ার হইয়াছে, যদ্দারা কদাকার নাশিকা সুন্দর আকৃতি ধারণ করিতে পারে পারে। বলিহারি বিলাতী বুদ্ধি।

—কার্কীয় বারুদের কারখানা ঘর পতনোন্মুখ হইয়াছে। ইহার জন্য বোম্বায়ের গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকা ব্যায় করেন। ইহা ভাঙ্গিয়া পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ধন্য পারলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট।

—কতকদিন হইল দৌলতপূরে এক গৃহস্থের গোশালায় একটি গাভীর নিকট এক মেষ বান্ধা ছিল, রাত্রি অধিক হইলে মেষ চীৎকার করিতে লাগিল কতক্ষণ পরে গৃহস্থ মেষকে বাহিরে আনিয়া দেখে তাহার শরীরের রোম মাত্র নাই, গাভী সকলই খাইয়াছে।

—টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন যে কাটিওয়ারের রাজাগণ সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের সাহয্যের জন্য অনেক টাকা দিয়াছেন এবং দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। ছোলাগড়ের নবাবের দান ২০,০০০, টাকা; বাউনগড়ের দেওয়ান রাকশীগৌরীশঙ্করের ১০,০০০, টাকা, উদোয়ানের ঠাকুর সাহেবের ৫০০০, টাকা, পালিটানার ঠাকুরের ৪০০০, টাকা ও জাসদানের আলা খাছারের ১০০০, টাকা। অন্যান্য অনেক যথেষ্ট অর্থ দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালাই শুদ্ধ কি এ সকল বিষয় শীথিল যত্ন থাকিবে? মহাত্মা দাদা ভাই নরোজির যত্নে কাটিওয়ারের ও কচ্ছনিবাসী ৭৩ জন ব্যক্ত উপরোক্ত সভার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন।

—নিজামের রাজ্যের অন্তঃগত রাজুর মামক ঘাদ ডিস্ট্রিক্টেতে ওয়ারদা নদীর উপরস্ত চণ্ডানগরের নিকটে ষষ্টি নামক স্থানে পাথরিয়া কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

—স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাজা রেঙ্গুনের একটী মন্দিরে প্রায় ৩১॥ ফুট উচ্চ একটী স্বর্ণ ছত্র প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে ৮০০ খণ্ড হীরক ও অন্যান্য বহুমূল্য প্রস্তর যথেষ্ঠ পরিমাণে আছে।

—যবদীপস্থ জনৈক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি আপনার ৮১টী সন্তান সঙ্গে লইয়া বিলাত যাইতেছেন।

—বিগত বি, এ, পরীক্ষায় ৩৩২ জনের মধ্যে ১০০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে ১০ জন প্রথম ৪০ জন দ্বিতীয় ও ৫০ জন তৃতীয় শ্রেণীতে। রজনীকান্ত রায় সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্ব বাঙ্গালা নিবাসী।

—কিছু দিন হইল বারটিলন সাহেব একাডেমী অব মেডিসিন নামক সভায় বিবাহিত ও অবিবাহিত অবস্থার ফলাফল বিষয়ক একটী বক্তৃতা করেন। ফরাসী দেশের সম্বন্ধে তিনি এই বিবরণটী দিয়াছেন। ১৮৬৭—৬৬, এইদশ বৎসরের মধ্যে ২৫ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক প্রতি ১০০০ পুরুষের মধ্যে ২৬ জন বিবাহিত ১০৪ জন অবিবাহিত ব্যক্তির মৃত্যুর হয়। এবং প্রতি 1000 স্ত্রীলোকের মধ্যে ৯ জন সধবা ৯ জন অবিবাহিতা ও ১৭ বিধবার মৃত্যু হয়। ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক 1000 পুরুষের মধ্যে ১১ জন বিবাহিত ও ২৪ অবিবাহিত ব্যক্তি মরে; এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে ৫ জন সধবা, ১০ জন অবিবাহিতা ও ১৫ বিধবার মৃত্যু হয়।

বিবিধ।

ভবিষ্যৎ বানী।

ভবিষ্যৎ বিষয় বলিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, কিন্তু আমার দিগের তাহা সম্পূর্ণ আছে। একটি ভবিষ্যৎ ব্যাপার অদ্য পাঠক দিগকে বলিতেছি, আড়াই দিন অপেক্ষা করিলে আমাদিগের বাক্যের সত্য সত্য বুঝিতে পারিবেন। এই ভবিষ্যৎ বানী কলিকাতার রাস্তা সম্বন্ধীয়। কলিকাতার রাস্তায় কি হইবে আমরা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

বেলা ১০ টা বাজিল, ঐ শুন রাস্তায় কি ডাকে "চাই আলু" "কাঁচ কলা চাই চাই"। আবার শুন "চাই কেরাণী চাই"। "চাই লাং খাতাই গরম, এ-কড়াকড় গরম, ঘি আছে চিনি আছে, মরিচ আছে মসল্লা আছে জল নেই" "কাটকাট গরম" আর এক দিক এইবোল শুন। এদিগকে কেরাণীগিরি প্রার্থী বাবু বলিতেছেন, "সাদাধুতি পরা, চাপকান পরা, তেডিফেরাণ, পাগড়ী নাই, হাতে কলমে জবরদস্ত কেরাণী চাই"। অন্য দিকে কি বলে "কাপড়া হায় মেম সাহেব"। আবার কেরাণী "দিনে দশ তক্তা কাগজ লেখ। কেরাণী চাই বড় সাহেব; আপাদ মস্তক সেলাম করিতে পারি, ইংরাজী কথা বলিতে পারি চাই কেরাণী চাই"। জনৈক হুট হুট বাক্য সম্বলিত, কুক্কুর বেষ্টিত, সিস-দেওয়া সাহেব ডাকিলেন "ইধার রাইউর, কামহেয়্"। কেরাণী যোড় করিয়া অগ্রসর হইলেন।

সাহেব। দশ রূপেয়াকা কাম, বহুত তলব হাম বোর্ডমে কাম করতা হেয়, হামারা চিটি উটি সব লিখনে হোগা, সেকোগে।

কেরাণী। খোদা বন্দ—

কেরাণী মনের কথা বলিতে যাইতেছিলেন এমন সময় আর এক জন কেরাণী আসিয়া বলিলেন সাহেব আমাকে ৮ টাকা দিবেন, তৃতীয় কেরাণী আসিয়া বলিলেন ৬্ টাকা। চতুর্থ কেরাণী বলিলেন ৫্ টাকা। গোলমাল হইল, সাহেব রাগিয়া উঠিলেন, কুক্কুর গুলি ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল, কেরাণী মজকুরা [এ কথাটিতে কেম্বেল সাহেব বড় সন্তুষ্ট হইবেন) চারিদিকে পরস্পরকে গালিদিতে গালিদিতে প্রস্থান করিলেন। চারিদিক হইতে শব্দ হইল "চাই কেরাণী চাই"।

আর এক দুই তিন বোল "ফাষ্ট আরটস্ চাই" "বি, এ চাই" "এম এ"। তাহার পশ্চাৎে "বাদামের নকল দানা, বিলাতি মতি চাই,,। লাং খাতাইওয়ালা বলিতেছে "মরিচ আছে মসল্লা আছে জলনেই।" বিএ, এম এ বলিলেন "বিদ্যা হিষ্টরি' ফিলজপি আছে, কাণ্ডজ্ঞান নাই চাই বিএ চাই, চাই এম এ চাই" কতই রাস্তার বোল "পয়সায় জোড়া ছানার মোণ্ডা" "ছ পয়সার জোড়া সাবাং, ফুটে ওঠে গায়ের রং"। ও দিকে 'বি, এ ৫০্ টাকার জোড়া বি, এ, পঁচিশ টাকা জোড়া এম, এ।" সাহেব শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন নেই নেই দশ রূপেয়া। গ্রাডিউয়েটের দল দ্রুত এই বলিতে বলিতে সাহেবের বাড়ীর দিকে চলি[illegible] লেন,— "সাহেব আমরা সব করিতে পারি, রাই[illegible] মুহরিগিরি, হেডকনসটিবলী" খালী ব্যা[illegible] লাংখাতাইওয়ালা বলিল,, জল নেই,, [illegible] বলিলেন "খালী ব্যবলা" কারবার না[illegible] বলিলেন আও আও "ইংরেজি এলফা[illegible] [কি রসিকতা] ফার্ষ্ট আর্ট। সাহেব, [illegible] টাকা হইলেই হইবে।

বি, এ। সহেব, আমি বি, এ অ[illegible] দিবেন।

এম, এ। খোদাবন্দ, আ[illegible]

সাহেব গোলমাল দে[illegible] হাম বি, এ, এম এ ন[illegible] মাঙ্গতা।

গ্রাডুয়েটগণ রাগ করিয়া ফিরিলেন ও বলিলেন আমাদের ডিগ্রী আছে কায কি মিলিবেনা। কিন্তু মনে মনে বলিলেন "আমার কি হত ভাগ্য"। জনৈক দেশহিতৈষী বলিয়া উঠিলেন, "কি বিদ্যার উন্নতি, দেশের শ্রীবৃদ্ধি" একজন গেজেল নিকটে ছিল সে বলিয়া উঠিল "আয় বাবা বি, এ, এম, এ, আমি এক কাজ দেব, গাজা এক শ আট ছিলিম সাজবি আর দুবেলা দুটান পাবি।

প্রেরিত॥

মহাশয়! আর কি, গৌহাটীর প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত, ইহারই নাম স্বেচ্ছাচার। মিউনিসিপাল কমিটীর পাঁচজন সাহেব মেম্বর হুকুম করিয়াছেন সহরের সমুদায় প্রজাকেই খোলার ঘর প্রস্তুত করিতে হইবে। পাঁচজন বাঙ্গালী মেম্বর যে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহাদিগের কথা আর কে শুনে? গত কল্য এবিষয়ে একটী বিশেষ কমিটী হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত মেম্বরদিগের মধ্যে পাঁচজন বাঙ্গালী, যাহাতে সহরের সকলকে এই অভাবনীয় ঘটনার এবং অসম্ভব আদেশের গুরুতর ভার বহন করিতে না হয় এবং স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল স্রোতে সকলকে ভাসিয়া যাইতে না হয় এতৎ পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগের সে চেষ্টা বিফল হইল। তাঁহারা বলিয়াছিলেন বাজারের নিকটস্থ সমূদায় ঘরে খোলার ছাউনি দিতে হইবে আইনের এইরূপ মর্ম্ম। সুতরাং সহরের সকল প্রজার উপর এ আদেশ খাটে না। সম্পাদক মহাশয়, যখন সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পাইয়া বর্ষা হয় তখন কি তাহার বেগ নিবারণ করা যাণ? সূর্য্যদেব তখন খরতর কিরণ বর্ষণ করেন বটে কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। নদ নদী সকল জলে পরিপূর্ণ হয়, দেশ সকল ভাসিয়া যায়, এবং মৎস্যাদের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। তখন ভেক সকল লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করতঃ নৃত্য করিতে থাকে এবং মনের আনন্দে "মক মক" শব্দে গান করিয়া সকল জীবজন্তুকে তাহাদিগের সুখের অবস্থা জানায়। আমরা সমূদ্রের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি উদ্ধারের আর উপায় দেখিতেছি না।

সম্পাদক মহাশয়! খাবরার দ্বারা সমুদয় ঘরের ছাউন দিতে হইবে এই হুকুমের উদ্দেশ্যটী মন্দ নয়। বৎসরে বৎসরে অগ্নিকাণ্ডে সহরের কিছু কিছু ক্ষতি হয় বলিয়াই বোধ করি আমাদিগের দয়ালু সাহেব মেম্বর মহাশয়েরা প্রজাদিগের উপর এই গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্যটী ভাল বলিয়া কি লোকের অবস্থা, কার্য্যের সুবিধা দেখিতে হইবে না। এখানে খাবরার নিতান্ত অভাব, জেলে অল্প পরিমাণে খাবরা প্রস্তুত হয় বটে কিন্তু তাহা অল্প মূল্যে বিক্রী হয় না। আবার যে জিনিশ সকলের আবশ্যক বাজারে তাহার দর দ্বিগুণ হইয়া উঠে বাণিজ্যেরত এই রূপ নিয়ম। এমত অবস্থায় খাবরার দর যে আরও বৃদ্ধি পাইবেনা তাহার বিশ্বাস কি। গৌহাটীতে একখানার খাবরার ঘর প্রস্তুত করিতে ২। ৩ শত টাকার আবশ্যক। কয়জন লোক এত টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ? বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে খাবরার ঘর না আছে এমত নয় কিন্তু তাহা জমিদার এবং ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা প্রস্তুত হয় গতিকেই প্রজাদিগের কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। সকলকেই খাবরার ঘর প্রস্তুত করিতে হইবে এইরূপ আদেশ প্রায় শুনা যায় না। যাহারা যাহারা ভাল রকমের একখানা বাসা প্রস্তুত করিয়া নিরাপদে সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন এখন তাঁহাদিগকে পরিবার পাঠাইয়া অতি যৎসামান্য অবস্থায় অবস্থিতি করিতে হইবে। দরিদ্র প্রজাদিগের আর উপায় নাই, গৌহাটীর অধিকাংশ প্রজাই দরিদ্র তাহাদিগের যে কি উপায় হইবে, তাহারা কোথায় যাইয়া অবস্থিতি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কান্দিলেই বা শুনে কে, আমরা জানিতাম আমাদিগের চেয়ারম্যান লেম্ব সাহেব নিতান্ত দয়ালু, এবং তিনি সহরের সকলের অবস্থা ভালরূপ জানেন, এ কার্য্যে আমাদিগের সে ভ্রম দূর হইল। কয়েক জন অবিবেচক সাহেবের মতে মত দিয়া যে তিনি প্রজাদিগের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছেন ইহা কি দেখিতে পান না। সাহেবদের কি, তাঁহারাত কোন রকমের অসুবিধা ভোগ করেন না। পোষ্টাফিস জেল ডাক্তার খানা' কাছারী, স্কুল, সাহেবদিগের বাঙ্গালা কি নুতন নিয়মের অন্তর্গত হইবে বোধ করি না। সাহেবেরা যে সাহেব, তাঁহারা কি কোন অসুবিধা ভোগ করিতে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছেন। করিবেনই বা কেন এবং কবেই বা করিয়াছেন গতিকেই তাঁহারা কেন প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইবেন। স্বাভাবিক চক্ষু দ্বারা অবশ্যই প্রজাদিগের দুঃখ দেখবেন কটাক্ষে কি কেহ কখনও প্রজাদিগের দুঃখ দেখিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়। আর একটি কার্য্য আবার আমাদিগের বিপদের সহায় হইয়াছে। অগ্নিদেব মুর্ত্তিমন্ত হইয়া দাড়াইলেই যেমন বায়ু আসিয়া তাহার বাহন হয় এবং ইতস্ততঃ পর্য্যটন দ্বারায় লোকের সর্ব্বনাশ করে, আমাদিগের পক্ষেও সেইরূপ ঘটিয়াছে। কয়েকজন সিপাহি নাকি এসিটাণ্ট ডিষ্ট্রিক সুপারিটেণ্ডেণ্ট সাহেবকে গুরুতর প্রহার করিয়াছেন সেই অপরাধে সিপায়ীদিগের কয়েক জনের দুই বৎসর কাল কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। আমরা পরস্পর শুনিতে পাই সাহেব মহোদয়ও নির্দ্দোষী নন, তিনিই নাকি প্রথমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের বাসস্থান পর্য্যন্ত দৌড়িয়া গিয়াছিলেন। সেই স্থানেই নাকি সিপাহিরা তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে। সিপাহীদিগের শরীরেও প্রহারের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল কেহ কেহ এরূপ বলিয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়। একবার আপনার পত্রিকায় সাহায্যে এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলাম সেই লোভে এবারও আপনার পত্রিকার সাহাযে, গবর্ণমেণ্টকে প্রজাদিগের দুঃখ জানাইতে বাসনা করিয়া এই কয়েক পংক্তি লিখিয়া পাঠাইলাম ভরসা করি মহাশয় পত্রস্থ করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

২০ এ জানয়ারি একান্ত বশম্বদ
গৌহাটী আসাম শ্রী

আপনার ১৮ই জানুয়ারির অমৃত বাজার পত্রিকাতে চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সম্বন্ধে যেই সংবাদটী প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কিঞ্চিৎ ভুল হইয়াছে। উক্ত ঘটনার সময়ে ডাক্তার সাহেব অশ্বারোহণে ছিলেন না, বীর পুরুষ ডনকুইকসটের অশ্বের ন্যায় তাহারও একটী অশ্ব আছে, এই লজ্জায় তিনি কদাচিৎ তাহার উপর আরোহণ করিয়া থাকেন কোন সম্ভ্রমের নিদর্শন স্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া থাকেন। তিনি ঘটনার দিবস রাস্তার এক পার্শ্বে কিন্তু রাস্তা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবং ডেপুটি বাবু রাস্তার বিপরীত পার্শ্ব দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন এমন সময়ে ডাক্তার সাহেব দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আঘাত করেন। তিনি চলিয়া যান কারণ তাঁহার হাতে চাবুকটী পর্য্যন্ত ছিল না ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে ক্রোধ বিকৃত স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে রাগ দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন না।

ডেপুটী বাবু ফৌজদারিতে নালিস করেন নাই। ডাক্তার সাহেব রাত্রিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাহার নামে নালিশ করিলেন যে ডেপুটী বাবু তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পার্শ্ব দিয়া সতেজে ঘোড়া দৌড়াইয়া যাইতে ছিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাতে ফিরিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি ইহা ও স্বীকার যে তিনি অসাবধান রূপে তাঁহার বেত্র ধরিয়াছিলেন এবং তাহাতে ডেপুটী বাবুর শরীর স্পর্শ করিয়া থাকিবে। মাজিষ্ট্রেট নয় দিবস ডেপুটী বাবুর কাছে ভয় প্রদর্শন করিয়া উপুর্য্যপোরি দুই পত্র এই মর্ম্মে লিখেন যে তুমি পত্র পাওয়া মাত্র ডাক্তর সাহেবের কাছে মাপ না চাহিলে আমি অফিসিয়েলি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব। ডেপুটী বাবু তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান প্রত্যুত্তরে মাজিষ্ট্রেট আবার কঠিন মর্ম্মে লিখেন তুমি যাহা লিখিয়াছ আমি ডাক্তর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলাম তাহা অসত্য, তুমি মাপ চাহিবে, নাহয় আমি অফিসিয়াল হস্তক্ষেপ করিব। ডেপুটী বাবু তাঁহার কাছে করুণ স্বরে আর এক খানি পত্র লিখেন। পত্র পাইয়া মাজিষ্ট্রেট তাহার চরিত্রে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কমিশনরের নিকট লিখিয়াছেন। কমিশনর এই ১ মাস কাল মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। ডেপুটী বাবু আর কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া দেওয়ানি মকদ্দমা করিবেন মানস করিয়াছেন। কিন্তু যেই লেপটেনেণ্ট গবর্ণর—

একান্ত বশম্বদ।

সঙ্গীত সমালোচনী।

আমরা সংগীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাববিস্তার রূপ লিখিত থাকিবে। গীত, সেতারা, মৃদঙ্গ, এস্রাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন। মুল্য প্রত্যেক খণ্ডের।০ চারি আনা। গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু জয়মোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদকের নিকট মুল্য পাঠাইবেন।

ব্রাহ্ম বিবাহ।

দুইটী বারেন্দ্র শ্রেণী বৈদ্যের ১। ১৩ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা আছে। তাহাদের পিতা ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা করেন। যাহারা এ সম্বন্ধে যাহা লেখা আবশ্যক বোধ করেন অমৃত বাজার কার্য্যালয়ে প্রিণ্টারের নিকট লিখিবেন। মেয়ে দুইটী অতিশয় সুশ্রী ও সুশীলা এবং লেখা পড়া উত্তম রূপে শিক্ষা করিতেছে।

বিধবা বিবাহ।

১৭ বৎসর বয়স্কা বারেন্দ্র শ্রেণী একটী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা পুনর্ব্বার বিবাহিতা হইতে সম্মত আছেন। ইনি সাতিশয় সুশ্রী, সচ্চরিত্রা এবং বিদ্যাবতী। একাদশ বৎসরের সময় বিধবা হইয়াছেন। বর ব্রাহ্মণ জাতিয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণী হইলেই ভাল হয় কিন্তু জাতি তে ব্রাহ্মণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক যাহার এসম্বন্ধে কিছু লেখা আবশ্যক হয় তিনি অমৃত বাজারের প্রিণ্টারের নিকট পত্র লিখিবেন।

জ্ঞাপন।

চরিতাষ্টক মূল্য ॥০ — (১) রাজাকৃষ্ণ চন্দ্ররায়, (২) ভারত চন্দ্র রায় (৩) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, (৪) কৃষ্ণ পান্ডী, (৫) রাজারাম মোহন রায়, (৬) মতিপাল, (৭) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যয়; (৮) পদ্মলোচন মুখোপাধ্যয়। ইহাঁদের জীবন চরিত

পদ্য ময় মূল্য ৵০ — ইহা প্রথমশিক্ষার্থী বালকগণের জন্য সহজ বিষয়ে সরল কবিতায় রচিত। এই সকল পুস্তক রাণাঘাটে আমার নিকট এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ১৩ নং বাটীতে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীময় ঘটক।

READY FOR SALE.

A DIGEST of the Acts and Regulations for the Subordinate Executive Service Examination—price ~~Rs~~ 8; also a COMPILATION of the Acts and Regulations for B. L. and Pleadership Examinations—price ~~Rs~~ 9. Apply to Hridoy Chundra Dass Manager of the Victoria Press, 3, Bisshanath Mattylal's Lane, Bowbazar, CALCUTTA.

NOTICE

A Novel full of Mystiries in Bengali.

"আমার গুপ্তকথা" ২য়পর্ব্ব ২৪ ফরমা সমাপ্ত হইয়া রঙ্গিন ঠাইটেল বাঁধান হইয়া পুস্তকাকারে বিক্রিত হইতেছে। মূল্য ৸/ ডাক মাসুল ৵ আনা, ৩য় পর্ব্বের ৫৭সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইযাছে। প্রতি ফরমার নগদ মুল্য অর্দ্ধ আনা, কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়। সাহাজানে দরবারের রহস্য প্রকাশক "উজীরপুত্র" নামে আর এক খানি নবেল প্রতি শুক্রবার প্রকাশ হয়, মূল ঐ। এবং "বিদূষক" নামে এক খানি বাঙ্গালা Punch প্রতি শনিবার প্রকাশ হয়, মুল্য ঐ। উজীর পুত্র ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত এবং বিদূষক ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে॥ এই তিন খানি পুস্তক কলিকাতা শোভা বাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত। কৃষ্ণচন্দ্ররায় প্রণিত। মুল্য ।০ মাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত ডিপজিটারিতে পওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাই- তেছে যে অমৃত বাজার পত্রিকা আফিশ কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাঁড়ুর্য্যের গলি ২৫ নং বাটিতে স্থানা ন্তরিত করা হইয়াছে। পত্রাদি সেখা নে পাঠান হয়

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাশুল ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্তা হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডপেজিটারিতে. কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেবিতে, এবং নিম্ন স্বক্ষর করীর নিকট তত্ত্ব কবিলে পাওরা যাইবে গ্রহণেচ্ছক মহাশয়ের মাশুল /০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মুল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রির বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা হুবাজার হিদেরাম বাড়ুর্য্যেরর গলি৫নং বাটিতে শ্রীযুক্তবাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

লেখ্য- বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ক্রটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অত এব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক য়িম গুকিলত্র এ প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিরণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এইপু খানি প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য এক টাকা কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিওার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

অবকাশরঞ্জনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মূল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রের নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্ট গ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুবাইহার গ্রন্থকর্ত্ত

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর
বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণনগর
বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা
বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশিপুর
বাবু দীন নাথ সেন, গোহাটী
বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকায় মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনার মূল্যেরটিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র অমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকা মূল্যের নয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক ৮ টাকা
ষান্মাসিক ৪॥০
ত্রৈমাসিক ৩৸

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵
ও ততোধিক বার /১০

☞ এই পত্রিকা বহু বাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।